বর্তমান
কলকাতা, রবিবার ৮ অক্টোবর ২০১৭, ২১ আশ্বিন ১৪২৪

লগ্নি টানতে কী কী পদক্ষেপ

এবার আমজনতাকে এসএমএস করে জানাচ্ছে শিল্প দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এ রাজ্যে শিল্প আসে না বলে সরকারকে গাল পাড়েন অনেকেই। বিনিয়োগ আসা-না আসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। এবার সেইসব সমালোচনার জুতসই জবাব দিতে আসরে নামল শিল্প দপ্তর। রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম লগ্নি টানতে কী কী প্রশাসনিক সংস্কার করেছে, তা তুলে ধরতে আমজনতাকে এসএমএস করছে রাজ্য সরকার। ‘এক জানালা’ ব্যবস্থা সেখানে কতটা কার্যকর, তা বোঝাতে ‘শিল্পসাথি’ শিরোনামের ওয়েবসাইটি দেখতে আরজি জানাচ্ছে শিল্প দপ্তর। বিনিয়োগ আসবে কি আসবে না, তা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু লগ্নি আনার জন্য রাজ্য সরকারের যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই, এসএমএস করে তা বোঝানোর চেষ্টা করছেন দপ্তরের কর্তারা।

সরকারি কর্মীদের ফাঁকিবাজি রুখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে চালু করেন রাইট টু পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট বা জন পরিষেবা অধিকার আইন। এই আইনের আওতায় আসে রাজ্যের ২০টির উপর দপ্তর। বার্থ সার্টিফিকেট, কন্যাশ্রীর টাকা বা রেশন কার্ড পাওয়ার মতো অসংখ্য পরিষেবা ওই আইনের আওতায় আসে। সেখানে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পরিষেবাগুলি দিতে বাধ্য থাকেন সরকারি কর্মী-অফিসাররা। ২০১৩ সালে পাশ হয় আইনটি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বহু দপ্তর সেই আইনের আওতায় আসেনি। আইনের আওতায় না থাকার তালিকায় এতদিন ছিল শিল্প দপ্তরও। বর্তমানে সেই তালিকায় এসেছে শিল্প দপ্তরও।

শিল্প দপ্তর কোন কোন পরিষেবা সময় ধরে দিচ্ছে, তার যেমন তালিকা প্রস্তুত করেছে সরকার, তেমনই শিল্পের বাইরে কোন কোন দপ্তর শিল্প গড়ার জন্য কী কী পরিষেবা নিয়ে এসেছে, সেই তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। এইসবের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে শিল্পসাথি নামের অনলাইন সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেমে। শুধু তাই-ই নয়, কোন কোন জেলায় কী কী শিল্প হতে পারে বা কোথায় কী কী পরিকাঠামো আছে, সেসবের পাশাপাশি শিল্প সংক্রান্ত যাবতীয় খোঁজখবর দেওয়া হয়েছে ওই পোর্টলে।

শিল্পোন্নয়ন নিগম শিল্প আনতে যে এত কাণ্ড করে ফেলেছে, এবার সেটাই তারা সর্বসাধারণকে জানাতে চাইছে। দপ্তরের এক কর্তার কথায়, যাঁরা শিল্প গড়েন না, বা যাঁরা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁদের ওই পোর্টলটি কোনও কাজে আসবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই তথ্যগুলি এসএমএসের মধ্যে জানানো হচ্ছে রাজ্যবাসীকে। এতে দু’টি বিষয় উঠে আসবে। প্রথমত, যদি কেউ এসব দেখে শিল্পে আগ্রহী হন, তাহলে তিনি হরেক জিনিস জানতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষ জানবেন রাজ্য সরকার শিল্পকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে। এসএমএসগুলি ইতিমধ্যেই বহু মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। বাকিরাও তা পাবেন, জানিয়েছেন শিল্প দপ্তরের ওই কর্তা।

http://www.bartamanpatrika.com/detailNews.php?cID=19&nID=77007&P=1